

# রিজিওনাল ইকনমিক আউটলুক: অনিশ্চয়তার মাঝেও অক্ষুন্ন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার

## নির্বাহী সারসংক্ষেপ

আর্থিক কড়াকড়ি এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর আসা অবিরাম চাপে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য ২০২৩ একটি সঙ্কটপূর্ণ বছর বলে মনে হচ্ছে। ক্রমাগত মূল্যস্ফীতির চাপ, এবং এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে আর্থিক খাতের সমস্যা, ইতিমধ্যেই জটিল হওয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আরো অনিশ্চয়তা তৈরী করেছে।

এমন বিবর্ণ পটভূমিতে, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি তার অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বজায় রেখেছে। বৈদেশিক চাহিদা কমে যাওয়া সত্ত্বেও -যেমন ২০২২ এর শেষের দিকে প্রযুক্তি রপ্তানির চাহিদা কমে যাওয়া এবং আর্থিক কড়াকড়ি-অভ্যন্তরীণ চাহিদা এখন পর্যন্ত শক্তিশালী রয়েছে, যেখানে চীনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় চালু হওয়া নতুন কর্মচাঞ্চল্য এনেছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২০২২ সালের প্রবৃদ্ধি ৩.৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে এ বছর ৪.৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২২ সালের অক্টোবরের *ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক* থেকে ০.৩ শতাংশ বেশী। এর অর্থ এ অঞ্চলটি বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধিতে প্রায় ৭০ শতাংশ অবদান রাখবে। এশিয়ার কর্মচাঞ্চল্য মূলত চীনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুনরুদ্ধার এবং ভারতের সহিষ্ণু প্রবৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হবে, যেখানে এশিয়ার বাকি অংশে ২০২৩ সালের প্রবৃদ্ধি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অনুরূপভাবে নিম্নমুখী হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

যাইহোক, এ কর্মচাঞ্চল্যপূর্ণ আউটলুক এমন কিছুকে ঈর্ষিত করে না, যা থেকে এ অঞ্চলের নীতিনির্ধারকরা আত্মতুষ্ট হতে পারেন। বৈশ্বিক চাহিদা হ্রাস হতে সৃষ্ট চাপ এ আউটলুক -কে প্রভাবিত করবে। সাধারণ মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ দেশে এখনো লক্ষ্যমাত্রার উপরে রয়ে গেছে; অধিকন্তু, খাদ্য ও জ্বালানী বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাসের গতি অনেকটা শ্লথ হয়েছে। যদিও ইউরোপীয় এবং মার্কিন ব্যাংকিং খাতের বিশৃংখলার প্রভাব এখনও সীমিত পর্যায়ে রয়েছে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক কড়াকড়ি ও অস্থির বাজার পরিস্থিতির কারণে বিশেষ করে কর্পোরেট এবং গৃহস্থালী খাতে সৃষ্ট দুর্বলতা প্রকটভাবে বিদ্যমান। প্রবৃদ্ধি পাঁচ বছরের মধ্যে ৩.৯ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে সর্বনিম্ন মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস, যেটি ১৯৯০ সালের পরে করা সর্বনিম্ন মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসসমূহের মধ্যে একটি।

এ আউটলুকের ঝুঁকি নেতিবাচক, যেখানে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মূল্য চাপের অধিকতর শ্লথগতির সম্ভাবনা; মুদ্রানীতির গতিপথ সম্পর্কে বাজারের অনুমান ও প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের বার্তার মধ্যকার সংযোগহীনতা; বৈশ্বিক আর্থিক বাজারের অতিরিক্ত অস্থিরতা; চীনের মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির মন্থরতা হতে সৃষ্ট এ অঞ্চলের বিরূপ প্রভাব; গভীরতর ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজনের প্রতিফলন রয়েছে।

মূল্যস্ফীতি টেকসইভাবে নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত মুদ্রানীতির সংকোচনমূলক লক্ষ্যমাত্রা থাকা উচিত। চীন এবং জাপান এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যেখানে বাস্তবিক জাতীয় উৎপাদন তাদের উৎপাদন সক্ষমতার নীচে

এবং মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশা খুবই কম। আর্থিক বাজারে চাপ না বাড়লে ও আর্থিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মধ্যে না থাকলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের উচিত আর্থিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যগুলি থেকে মুদ্রানীতির উদ্দেশ্যগুলিকে আলাদা করা, এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি হ্রাসে বিদ্যমান উপায়সমূহ ব্যবহার করে মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলা করার জন্য সংকোচনমূলক নীতি চালিয়ে যাওয়া।

উচ্চ সরকারি ঋণ এবং ক্রমবর্ধমান সুদ ব্যয়ের কারণে 'ফিসক্যাল কনসলিডেশন' বা আর্থিক সংহতির প্রয়োজনীয় অব্যাহত রাখতে হবে-এবং, কিছু ক্ষেত্রে 'ফিসক্যাল কনসলিডেশন' এর কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে হবে-যা লক্ষ্যযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে অরক্ষিত গোষ্ঠীকে রক্ষা করার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সহায়তা করতে পারে। আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কর্পোরেট এবং গৃহস্থালী খাতে উচ্চতর ঋণের বোঝা ও বাজারের ঝুঁকি এবং আর্থিক খাতে কর্পোরেট ঋণ এর ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত দুর্বলতার বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য। উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা উন্নত করতে; নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে; অর্থনৈতিক বিভক্তকরণ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি কমাতে; এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাঠামোগত সংস্কার অত্যন্ত জরুরী।